22 MAY 2016

তারিখ ... 22 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 2 ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

দায়িত্বহীনতা কর্মকর্তাদের ॥ মাসুল গুনছে শিক্ষার্থী

মাকসুদ আহমদ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও গাফিলতির শাস্তি নেই। শিক্ষার্থীদের গর্বিত জীবন নষ্টের পেছনে দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক শাস্তির কোন নজির না থাকায় প্রতি বছরই এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের দায়িত্বহীনতা ও গাফিলতির কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার প্রতি অনীহা চলে আসছে।

এদিকে, সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শিক্ষক নামের কলঙ্ক ওই সব দায়িত্বহীন শিক্ষকদের রোষানলে পড়ে অনেক শিক্ষার্থী ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে আত্মহননকেও বেছে নিচ্ছে। এছাড়াও সরকারী ও নামীদামী বেসরকারী কলেজে ভর্তির প্রচেষ্টা থেকেও বিরত থাকতে হচ্ছে খাতা পর্যবেক্ষকদের ভুলের কারণে।

তবে মাসুল দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে স্বাধীনতার পর ইতিহাসে এই প্রথম কোন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল দু'বার প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে। গত ১১ মে'র পর ১৮ মে দ্বিতীয় দফায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় গণিতের ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে এক হাজার ১১৫ পরীক্ষার্থী গোল্ডেন জিপিএ ও ৮৩৫ জন জিপিএ-৫ লাভ করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক যদি সতর্ক থাকেন তাহলে পর্যবেক্ষকরা কিভাবে শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়নে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়ার

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড

অভিযোগ ওঠে। আবার খাতা পুনরায় পর্যবেক্ষণ না করে পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমে নম্বর গুনে সঠিকতা যাচাইয়ের তামাশা শিক্ষার্থীদের আর কত বছর ক্ষেপণ করতে- হবে এমন প্রশ্নও রয়েছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের তদারকির অভাবেই প্রশ্নপত্র যেমন ভুল হচ্ছে, তেমনি পর্যবেক্ষকরাও পার পেয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দফায় হয়রানি করতে ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পুনঃনিরীক্ষণের ঘোষণার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। উল্লেখ, গত ১২ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের জন্য দেড় শ' টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের ঘোষণায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বহীনতার পরিচয় মিলেছে।

অভিযোগ রয়েছে, চট্টগ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ গণিতের 'গ' ও 'ঘ' সেটের প্রশ্নপত্রে ভুল থাকায় শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর করতে পারেনি। ফলে গণিতে জিপিএ-৫ না পাওয়ার কারণে এসএসসিতে পিছিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, গত ১১ মে ফল প্রকাশের পরদিন থেকেই অভিভাবকরা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেছে। প্রশ্নপত্রে ভুলের কারণে শিক্ষার্থীরা গণিতে জিপিএ-৫ পায়নি। ফলে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছে গোল্ডেন জিপিএ থেকে আবার অনেকে বঞ্চিত হয়েছে জিপিএ-৫ পাওয়া থেকে। একটি বিষয়ের জন্য সবগুলো বিষয় আটকা পড়ায় ক্ষোভের শেষ ছিল না শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের। বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি যেমন কেড়েছে, তেমনি চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে।